বিদিশার পতন এবং এরশাদের রাজনীতি

নন্দিনী হোসেন

গত কিছু দিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে সীমাহীন নোংরামী দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে দু কথা লিখতেই এই লিখাটির অবতারনা। এরশাদের লাম্পট্য হলিউডের কেচ্ছা কাহিনী কে ও হার মানিয়েছে। গত কিছুদিন ধরে যে নাটক মঞ্চত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে, তা এক কথায় জঘন্য বললেও কম বলা হয়। বান্দবী পরিবৃত্য হয়ে হেরেম হেরেম খেলায় পারদর্শী এরশাদ একের পর এক বান্দবীকে তার ইচ্ছামত মইয়ের চূড়ায় তুলেছেন ।আবার তাদের ব্যব হার করে তার স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে, ছূড়ে ফিলে দিতে দ্বিধা করেননি। গত ক'দিন ধরে এরশাদ যা করেছেন তা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তিন দিনের ভিতর বিদিশা কে দল থেকে বহিষ্কার,চূরি,প্রতারনার মত অভিযোগ দিয়ে গ্রেফতার করানো এবং তালাক দিয়ে হজ্ব করতে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিক দের কাছে দেওয়া ব্যক্তব্য চ্যানেল আই তে দেখে ,শুধু একটা কথাই ভেবেছি,যে এই এরশাদ আমাদের দেশে প্রায় ১০ বছরের মত শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। কি দুর্ভাগ্য আমাদের ! তারপর গন আন্দোলনে তার পতন হলে ও জাতি আজ ও তাকে বিষ পোড়ার মত বহন করে চলেছে। দূষিত রাজনীতিকে দাবার গুটির মত এখন ও তিনি ইচ্ছা মত চাল দিয়ে যাচ্ছেন। বিদিশাকে রাজনীতির দাবার গুটি হিসেবে ব্য ব হার করে,সব চাল শিখিয়ে পরিয়ে পুতুলের মত দম দিয়ে ছেড়ে দিয়ে ,যখন চালে ভূল হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন,তখন ই নিজের তৈরী করা সেই পুতুলের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে ,তিনি সাধু সেজে পূন্য কামা ই করতে গেছেন !

এক জন নারী কে ব্যবহার করেছেন যখন দরকার ছিল । এখন বিপদ দেখে নিজের স্ত্রিকেই তিনি চিনতে চাইছেন না। তিনি নাকি জানতেনই না বিদিশা তার আগের হ্যাজবেন্ড কে তালাক না দিয়েই পাঁচটা বছর তার সাথে ঘর সংসারের নামে প্রেম প্রেম খেলা খেলেছেন । আমাদের এরশাদ এতটাই নির্বোধ খোকা !এমন খোকার হাতে দেশের রাজনীতি কখন ও নিরাপদ নয় !কারণ তার সাথে জড়িয়ে আছে চৌদ্দকোটি মানুষের ভাগ্য। অন্য কোন দেশে গন আন্দোলনে কোন স্বৈরশাসকের পতন হলে,দেখা গেছে সে আর কখন ই রাজনীতি তে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি। হয় তার জেল জুলুম হয়েছে,অথবা বিদেশে পালিয়ে সারা জনমের মত নির্বাসিত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে একজন পতিত স্বৈরশাসক,তার পতনের এক যুগ পরেও রাজনীতির গুটি চালাচালি করার ক্ষমতা রাখে !এ যেন এক অদ্ভুত সব সম্ভবের দেশ। এই এরশাদ ক্ষমতায় থাকাকালীন রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করে,মসজিদে মসজিদে প্রতি শুক্রবার দৌড়ে,মোল্লা দের কব্জা করেছেন। যার জন্য এত কেলেংকারীর খলনায়ক হয়েও,তিনি আজ ও ইসলামের খেদমতগার সাজতে পারেন! আমেরিকা ইউরোপের কোন রাষ্ট্র প্রধান অথবা রাজনৈতিক নেতা এরশাদের তুল্য তো দূরে থাক,তার শতভাগের একভাগ নারী কেলেংকারী ঘটালেও তার রাজনৈতিক জীবন খতম হয়ে যেত। অথচ আমাদের এরশাদ ইসলামিক রাষ্ট্র বানিয়ে সমান তালে আজ ও পর্যন্ত গাছের টা ও খাচ্ছেন ,তলার টাও কূড়িয়ে যাচ্ছেন মজাসে !ধর্ম পুত্র যুধিষ্টির আমাদের রোমান্টিক এরশাদ আর কত খেল দেখাবেন ? বিদিশা কে জেলে পুরে সরকার এই বিশ্ব প্রতারক কে কি করে এক মায়ের কোল থেকে তার শিশুপুত্র কে প্রতারনার মাধ্যমে কেড়ে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে দেয় ?বিদিশা কি এরশাদের ছেয়ে ও বড় ক্রিমিনাল?

খালেদা জিয়ার হাত এসব ঘটিয়ে কত খানি শক্তিশালী হবে এরশাদ নামক বিশ্ব বেহায়ার শক্তি তে তা তিনিই জানেন। তবে সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ টি উঠেছে তা জোট সরকার যতই অস্বীকার করে, **'সবই এরশাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার '** বলে এড়িয়ে যাক না কেন , ঘটনা কিন্তু এত সহজে এড়ানো যাবে না। দেশের জনগণ কে এতটা বোকা ভাবা বোধ হয় ঠিক নয়। এখন সময়

এসেছে এরশাদ কে রাজনীতি তে অযোগ্য ঘোষণা করার। এই বিষপোড়াকে দেশের জনগনের কাধ থেকে যত তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা হবে ততই মংগল।